দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 25 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭ .....

এমপিওভুক্তির নামে চাঁদাবাজি

বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি (মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার) নিয়ে চাঁদাবা
অভিযোগ নতুন নয়। সরকারের মেয়াদকালের শেষ বছরের শুরুতেই এই চাঁদাবাজি ব্যা
আকার ধারণ করে বলে খবরে প্রকাশ। সরকারের প্রথম দিকের সাড়ে তিন ব
এমপিওভুক্তির কার্যক্রম চালু থাকলেও পরে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে ২ হাজার ৭৯
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়। চলতি বছরের শুরুতে পুনরায় এমপিওভুক্তির উদ্যোগ এ
করা হয়। নতুন করে শুরু হয়ে যায় চাঁদাশিকারী সিন্ডিকেটগুলোর দৌরাত্ম্য। সরকারী দ
নেতা-কর্মী, এমপি এমনকি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে। বিদ্যমান বিধিবি
ও শর্ত উপেক্ষা করে টাকার বিনিময়ে এমপিওভুক্তকরণের অপতৎপরতার খবর
প্রধানমন্ত্রীর গোচরে এলে তিনি তার দফতরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত সকল কার্য
বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সে নির্দেশ এখনও বহাল আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শি
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যা
৫ হাজারের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির আবেদন জমা আছে। এসব আবেদনপ
অধিকাংশের ওপর মন্ত্রী, এমপি ও রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশ রয়েছে। খবরে উল্লেখ
হয়েছে, এমপিওভুক্তির কার্যক্রম সচল করার ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রধানমন্ত্রীর ক
তদবির করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নাকি কিছুটা নমনীয় হয়েছেন। ইতিপূর্বে এমপিওভু
জন্য যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল, তা থেকে ৬শ' বড়জোর ৭শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
এমপিওভুক্ত করা হতে পারে এমন একটি সম্ভাবনা নাকি দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচন
প্রাধান্য দিয়েই এই এমপিওভুক্তি হতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়ম কিংবা চাঁদাবাজি যে কোনো বিচারে দুর্ভাগ্যজনক। এ ব্যাপ
সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান বা শর্তাবলী আছে। এগুলো মেনে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবেদন ক
তাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্তি হয়ে যাবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কখনোই
স্বাভাবিক কাজটি স্বাভাবিকভাবে হয় না। মাঝখানে আঁড়কাঠি এসে দাঁড়ায়। আঁড়কাঠির
অংকের চাঁদা দাবী করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়। ঘুষ
চাঁদা দিয়ে কাজ হয় বলে এমপিওভুক্তির অযোগ্য বিবেচিত প্রতিষ্ঠানও আবেদন জানা
সুযোগ পেয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তও হয়। অন্যদিকে ঘুষ বা চাঁদা না দি
পারলে যোগ্য প্রতিষ্ঠানও তার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। চাঁদাই এক্ষেত্রে মূ
নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। অভিযোগ মতে, মোটা অংকের চাঁদার মাধ্যমে এমপিও
করার জন্য বিভিন্ন সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এসব সিন্ডিকেট এতই শক্তিশালী যে, এ
সন্তুষ্ট না করে প্রায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এমপিওভুক্তির আশা করতে পারে
প্রতিষ্ঠানপিছু ২-৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় এসব সিন্ডিকেট এ প
কত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সরকারী দল বা মহলের কিছু লো
সংশ্লিষ্টতা ও প্রশ্রয় ছাড়া কোনো সিন্ডিকেট গড়ে উঠতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও সেটা স
সত্য। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা, এমপি এবং মন্ত্রী যদি অন্যায়কে ল
ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে অনিয়ম, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি বন্ধের কোনো উপায় আর অব
থাকে না। এমপিওভুক্তিকে কেন্দ্র করে এই যে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হলো,
কি হবে? এ সম্পর্কে একটি অনুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া জরুরী।

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হওয়ায় এ
অবকাশ তৈরী হয়েছে। এখন দায়িত্বশীলদের ভালোভাবে দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হ
এমপিওভুক্তির কার্যক্রম অবশ্যই চালু করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনগুলো ভালোভাবে খ
দেখে, প্রয়োজনে নতুন করে তদন্ত-পর্যবেক্ষণ শেষে একটি স্বচ্ছ তালিকা প্রণয়ন করতে হ
যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধিবিধান মান্য করে, শর্ত প্রতিপালন করে আবেদন করেছে যত
সম্ভব তাদের এমপিওভুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যদিকে কোথায় কিভাবে টা
কারবার হয়েছে, কারা টাকা হাতিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্য
করতে হবে। খবর পাওয়া গেছে, এমপিওভুক্তির আবেদনকারী ৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা
হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তির জন্য আন্দো
কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। তাদের দাবী অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। তারা মূলত বেগার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রেখেছেন। তাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অবশ্যই একটি সীমা ত
এবং সে সীমা অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এমপিওভুক্তির বিষয়টি তাই শিক্ষ
কর্মচারীদের স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং শিক্ষার স্বার্থে গুরুত্ব ও প্রাধান্যে আনতে হ
যেসব প্রতিষ্ঠান যোগ্য, কালবিলম্ব না করে তাদের এমপিওভুক্ত করতে হবে। যারা এ
যোগ্য হয়ে ওঠেনি তাদের যোগ্য করে তোলার আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো কা
এমপিওভুক্তি ঝুলিয়ে রাখা যেমন উচিত নয়, তেমনি রাজনৈতিক কারণে দুর্নীতিকে এ